আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হল "নারী-পুরুষ সমতা ও সাক্ষরতা;" যার জ্যোর্তিকেন্দ্র হলো - সবার জন্য সাক্ষরতা আন্দোলনে লিঙ্গ অসমতা একটি অন্তরায়।

জাতিসংঘ সাক্ষরতা দশকের দ্বিতীয় বছরে সারা বিশ্বে ৫০ কোটিরও বেশি নারী এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন, অন্যদিকে যেসব শিশুরা স্কুলে যায় না তাদের অধিকাংশই মেয়ে শিশু। অথচ গবেষণার পর গবেষণা করে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, নারী শিক্ষাই উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, এইচআইভি/এইডসসহ পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য কোনো নীতিই এত কার্যকর নয়। সাক্ষরতা লাখ লাখ মেয়ের জীবনের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে, যা তাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের জন্য স্বপ্ন ছিল। আর পরিবারের জন্য যা সত্য হয় দেশ ও সমাজের জন্যও তা সত্য হয়।

অন্য কথায় সাক্ষরতা নিজে কোনো লক্ষ্য নয়। এটা একটি সুস্থ, ন্যায্য ও সমৃদ্ধশালী বিশ্বের জন্য পূর্বশর্ত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য যা কিনা একুশ শতকে উন্নততর বিশ্ব গড়তে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীল নকশা – বাস্তবায়নে সাক্ষরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। একই সাথে সাক্ষরতা মানবাধিকারও বটে। প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকারের কথা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায়ও লিপিবদ্ধ আছে। এটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় যে বিশ্বের পরিণত বয়স্ক জনসংখ্যার ২০ ভাগ এখনও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত।

২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্ব সাক্ষরতা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করতে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তা পূরণ করতে হলে আমাদের হাতে আর সময় নেই। যদিও সাক্ষরতা প্রচারণা বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে, তবু অনেক কাজ এখনও বাকি। এখন আমাদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি কাজ করতে হবে এবং পূর্বের ভুল থেকে গৃহীত শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে। আমাদের জানা সফল পদ্ধতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে নতুন কাজে এগুতে হবে। স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও অবস্থা বিবেচনা করে সম্প্রদায়ের কাজের ওপর গড়ে ওঠা পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে হবে। সরকার, সুশীল সমাজ, জাতিসংঘ পরিবার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের, বিশেষত নারী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনকে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

জাতিসংঘ সাক্ষরতা দশক আমাদের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে গতিসম্পন্ন করার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। একটি সাক্ষর সমাজ গড়ার ব্যয় সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, নিবাপত্তা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার ব্যয়ের চেয়ে তুলনামূলক কম। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে, আসুন, নারী-পুরুষ সকলের জন্য সাক্ষরতা মিশন সফল করতে আমরা আমাদেরকে পুনঃনিয়োজিত করি।

* ** *